প্রথম আলো

তারিখ ... 30 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... 2 ...

একুশে গ্রন্থমেলা ঘিরে কঠোর নিরাপত্তা

আশীষ-উর-রহমান ●

অমর একুশে গ্রন্থমেলায় এবার কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একাডেমি প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান—মেলার উভয় অংশসহ চারুকলা অনুষদ থেকে পুরো টিএসসি এলাকা হয়ে দোয়েল চত্বর থাকবে সিসি ক্যামেরার আওতায়। র‍্যাবের একটি বিশেষ ক্যাম্প থাকবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে টিএসসি গেট-সংলগ্ন এলাকায়। আরও থাকবে চারটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার। প্রকাশকেরাও আশা করছেন নিরাপত্তাব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র থাকবে।

মেলার নিরাপত্তাব্যবস্থা সম্পর্কে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর *প্রথম আলো*কে বলেন, নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর সভাপতিত্বে ইতিমধ্যে দুটি আন্তমন্ত্রণালয় সভা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার আরও একটি সভা হবে। ওই দিন বিকেলে তিনি মেলার মাঠে সরেজমিনে দেখবেন, নিরাপত্তা সম্পর্কে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে, তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না। তবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা থাকবে বলেই তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা যাতে এবার মেলায় আসতে পারেন, সে জন্য হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

নিরাপত্তা নিয়ে প্রকাশকদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা জানান, মেলা শুরু না হওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা বাস্তবে কেমন হলো তা বলা যাবে না। বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতির সভাপতি ওসমান গণি বলেন, 'একাডেমির মেলা-সংক্রান্ত সভায় আমরা ছিলাম। নিরাপত্তার পরিকল্পনা যা নেওয়া হয়েছে, তা যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে ভয়ের কিছু নেই। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাই তাতে থাকবে। কিন্তু পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে, তা আগাম বলা যাচ্ছে না। আগেও দেখা গেছে যেমন পরিকল্পনা থাকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি কার্যকর হয় না।' একই রকম প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সময় প্রকাশনের প্রকাশক ফরিদ আহমেদও। তিনি বলেন, 'অমর একুশের গ্রন্থমেলা এমন একটি আয়োজন, সারা বছর প্রকাশকেরা এর জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের। প্রকাশকেরা এখন ব্যস্ত স্টল-প্যাভিলিয়ন সাজসজ্জা করা আর দ্রুত নতুন বইগুলো ছাপা-বাঁধাই করে ঠিক সময়ে মেলায় আনা নিয়ে। তবে আশা করছি, নিরাপত্তার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা পুরোপুরি কার্যকর করা হবে। মেলা শুরু হলে বোঝা যাবে বাস্তবে কতটুকু হলো। এখন এ নিয়ে আগাম বিশেষ কিছু বলার নেই।'

> মেলার উভয় অংশসহ চারুকলা অনুষদ থেকে পুরো টিএসসি এলাকা হয়ে দোয়েল চত্বর থাকবে সিসি ক্যামেরার আওতায়। র‍্যাবের একটি বিশেষ ক্যাম্প থাকবে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে টিএসসি গেট-সংলগ্ন এলাকায়। আরও থাকবে চারটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার

পরিসর বড় হচ্ছে: এবার অমর একুশের গ্রন্থমেলার স্টল, অংশগ্রহণকারী প্রকাশক ও মেলার পরিসর সবই বাড়ছে। মেলা পরিচালনা কমিটির সদস্যসচিব জালাল আহমেদ জানান, এবারে তৃতীয়বারের মতো একাডেমির প্রাঙ্গণ ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দুই অংশে মেলা হচ্ছে। উভয় অংশ মিলিয়ে মোট ৬৫০টি ইউনিট স্টল করা হয়েছে। অংশ নেবে ৪০০ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। গত বছর স্টলের ইউনিট ছিল ৫৫০টি। অংশ নিয়েছিল ৩২৮টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। এবার শিশুতোষ গ্রন্থের স্টল একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে সরিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নেওয়া হয়েছে। সেখানে শিশু কর্নারে থাকবে ৪০টি স্টল। একাডেমি প্রাঙ্গণে স্টল থাকবে ১০৮টি। এখানে থাকবে শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টল।

মেলার সদস্যসচিব জানান, মেলায় এবার চারটি আলাদা প্রবেশ ও চারটি আলাদা বের হওয়ার পথ থাকবে। ভিড় এড়াতে এই ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি এবার মেলার কালীমন্দিরের সামনের অংশ, যেখানে গতবার চটপটি-ফুচকার দোকান ছিল, সেই অংশটিও মেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে মেলার সামনে কোনো অবাঞ্ছিত জটলা থাকবে না। এ ছাড়া এবার দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত পথে কোনো বারোয়ারি পণ্যের পসরা বসতে দেওয়া হবে না। কঠোরভাবে সড়কটিকে পসরামুক্ত রাখা হবে।

নিরাপত্তা: নিরাপত্তার জন্য বরাবরের মতোই পুলিশ, র‍্যাব, আনসারদের পর্যাপ্ত উপস্থিতি থাকবে। উপরন্তু র‍্যাবের একটি বিশেষ ক্যাম্প থাকবে টিএসসি-সংলগ্ন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতরে। গত বছর সিসি ক্যামেরা ছিল ৬০টি। এবার মেলার উভয় অংশসহ দোয়েল চত্বর থেকে পুরো টিএসসি এলাকা হয়ে চারুকলা অনুষদ পর্যন্ত তিন শতাধিক সিসি ক্যামেরা বসানো হবে। এসব ক্যামেরায় যাতে উন্নতমানের ছবি আসে, সেই কারিগরি ব্যবস্থাসহ সন্ধ্যার পর থেকে পুরো এলাকায় অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক বাতির আলোয় আলোকিত করে রাখা হবে। এ ছাড়া এই প্রথমবারের মতো মেলার মাঠে চারটি পর্যবেক্ষণ টাওয়ার স্থাপন করা হবে।